182.Ma.918.20

প্রতীত্য-সমুৎপাদ।

শ্রীমৎ অগ্রবংশ শ্রমণ।

মূল্য ।০ চারি আনা।

১৩২৫ সাল।

CAUSE OF EXISTENCE.

BY

Srimat Agrabansha Sraman.

Published by

Mohabodhi Society.

46, Banla Pukhur Lane,

Entally, Calcutta

Printed by A. Goffur at the New Britannia Press

78, Amherst Street, Calcutta

স্থান।—সান্ত্বনা কুটীর, ৩নং কপালিটোলা লেন,

কলিকাতা।

মিত্র এণ্ড ব্রাদার

৫১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উৎসর্গ।

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি ব্রহ্মদেশের উজ্জ্বল রবি, শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা সম্পন্ন লজ্জী, পেশল, শিক্ষাকাম অভিধর্ম্মাচার্য্য শ্রীমৎ জ্ঞানবংশাভি-ধ্বজ অগ্র মহাপণ্ডিত লেডিছায়াদ মহোদয়ের শ্রীচরণকমলে সাদরে অর্পিত হইল।

দীনসেবক "অগ্র"।

কৃতজ্ঞতাস্বীকার।

মহাবোধি সোসাইটির সম্পাদক মহাত্মা অনাগারিক ধর্ম্মপাল মহোদয় এই পুস্তিকাখানি প্রকাশের ব্যয়ভার বহন করিয়া আমা-দিগকে উৎসাহিত ও অনুগৃহীত করিয়াছেন। তজ্জন্য আমরা উক্ত মহাত্মার নিকট অন্তরের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

দীন "গ্রন্থকার"

ভূমিকা।

পবিত্র ভারতভূমি যোগী, ঋষি, ধার্ম্মিক, দার্শনিক ও পণ্ডিত-দিগের প্রসূতি। নৈতিক চরিত্র, আচার, আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধন, বিনয়, শিষ্টতা, নম্রতা ও ধর্ম্মপ্রাণতা প্রভৃতি সদ্‌গুণরাশি ভারতের চিরভূষণ ভারতবর্ষ হইতে প্রতিযুগে যোগী, ঋষি, ধার্ম্মিক, দার্শনিক, কবি, পণ্ডিত, শাস্তা—জগতগুরু আবির্ভূত হন বলিয়া সমগ্র পৃথিবীর নিকট ভারত চিরআদৃত—গৌরবান্বিত ও পূজ্য। বুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী ধর্ম্মপ্রচারকগণ যেইমত প্রচার করিয়া গিয়াছেন; তাহা চরম মুক্তির সম্যক্ পন্থা নহে বলিয়া এবং তাঁহারা কার্য্য কারণনীতির যে হেতু প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে সম্যক্ পথ নির্দ্দিষ্ট না হওয়ায় তিনি প্রতীত্য-সমুৎপাদ দেশনা করেন। আমরা অতি সংক্ষেপে ইহার আলোচনা করিয়াছি। ভবিষ্যতে আমরা ইহার সুবৃহৎ সংস্করণ প্রকাশ করিবার চেষ্টায় আছি। ইহাতে যদি দর্শন আলোচনা কারীদের কিঞ্চিৎমাত্রও উপকার হয় তাহা হইলে নিজকে ধন্য ও কৃতার্থ মনে করিব। এই সন্দর্ভের উপাদান অগ্র-মহাপণ্ডিত দার্শনিকপ্রবর লেডি ছায়াদ মহোদয়ের "প্রতীত্য-সমুৎপাদ দীপনী" নামক বৃহৎ গ্রন্থ হইতে অনেকটা সংগৃহীত হইয়াছে, নিজস্বও সামান্য কিছু আছে উক্ত ছায়াদ মহোদয়ের নিকট হইতে উপাদান সংগ্রহ করার জন্য তাঁহার অনুমতি চাহিয়া আমরা পত্র লিখি; তিনিও আমাদিগকে সে অনুমতি দিয়া কৃতার্থ করিয়াছেন সেইজন্য আমরা উক্ত মহাত্মার নিকট অন্তরের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি এবং তজ্জন্য আমরা তাঁহার চরণে আজীবন ঋণী। ইহাতে যদি সুধীবৃন্দের কিছু মাত্র ও উপকার হয় তাহা হইলে সেই গৌরব ও শ্লাঘা ভাজন এই ক্ষুদ্র লেখক নহে, উক্ত মহাত্মাই ইহাতে কোন ত্রুটি, বিচ্যুতি, ভুল, ভ্রান্তি হইয়া থাকিলে এই ক্ষুদ্র লেখক তাহারই অংশী।

কলিকাতা,
১০ই ভাদ্র ১৩২৫ সাল।

দীন "গ্রন্থকার"।

পটিচ্চ-সমুপ্পাদো

প্রতীত্য-সমুৎপাদ

নমোতস্‌স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্‌স।

প্রতীত্য-সমুৎপাদ বা সংসারচক্র বৌদ্ধধর্ম্মের ও বৌদ্ধদর্শনের মূল বিষয়, ইহারই মূলে জীবের বা জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিলয় নিহিত রহিয়াছে। প্রতীত্য-সমুৎপাদ ধর্ম্মে যথাভূত জ্ঞানলাভ ও ক্লেশ-বিজ্ঞানন জ্ঞান দ্বারাই সংসারচক্র ভেদ করিতে পারা যায়। তথাগত ভগবান সম্যক্ সম্বুদ্ধ উক্ত দ্বিবিধ জ্ঞান দ্বারাই সংসার-চক্র ভেদ করিয়া স্বীয় ও পরমুক্তি সাধন করিয়া গিয়াছেন। ভৈষজ্য প্রস্তুতে সুনিপুণ হইয়াও রোগলক্ষণ বুঝিতে না পারিলে যেমন রোগ উপশম করিতে পারা যায় না, তদ্রূপ প্রতীত্য-সমুৎপাদ-ধর্ম্মরূপ ভৈষজ্য জ্ঞান থাকিলেও ক্লেশরূপ রোগ বিজ্ঞানন-জ্ঞান না থাকিলে তেমন সুফল পাওয়া যায় না। (ক্লেশরূপ রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারা যায় না)। ভৈষজ্য জ্ঞান ও রোগ-লক্ষণ বিজ্ঞানন-জ্ঞান দুইটা থাকিলেই যেমন যথাযথ ভৈষজ্য প্রয়োগে শীঘ্রই রোগকবল হইতে মুক্তি পাওয়া যায়, তদ্রূপ প্রতীত্য-সমুৎপাদ-ধর্ম্মজ্ঞান ও ক্লেশ-বিজ্ঞানন-জ্ঞান থাকিলেই ভব হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারা যায়

এখন আমরা আমাদের রোগ কি তাহাই বুঝিতে চেষ্টা করিব সংক্ষেপতঃ দৃষ্টি (ভ্রান্তধারণা) ও বিচিকিৎসা (সন্দেহ) এই দুইটীই আমাদের রোগ বিস্তার বশে নিয়ত মিথ্যাদৃষ্টি তিন-প্রকার, মিথ্যাদৃষ্টি ৬২ প্রকার, সৎকায়-দৃষ্টি ২০ প্রকার, এতদ্ব্যতীত জগতের যাবতীয় মিথ্যাদৃষ্টিই রোগ।

বিচিকিৎসা অভিধর্ম্ম নিয়মবশে আট প্রকার সুত্রান্ত নিয়মবশে ষোল প্রকার, ইহাই প্রতীত্য সমুৎপাদ-ধর্ম্মজ্ঞানে উপশমিতব্য রোগ। প্রতীত্য-সমুৎপাদ ধর্ম্ম বিজ্ঞানন জ্ঞানই এই দৃষ্টি বিচিকিৎসারূপ রোগ দূরীকরণে সমর্থ।

। ত্রিবিধ নিয়ত মিথ্যাদৃষ্টি যথা ;—"নত্থিকদিট্‌ঠি (নাস্তিকবাদ) অহেতুক দিট্‌ঠি" (অহেতুক বাদ) "অকিরিয় দিট্‌ঠি" (অক্রিয়াবাদ)

নাস্তিকবাদ—জীবের সুকৃত দুষ্কৃত কর্ম্ম ও তাহার বিপাকে নাস্তিজ্ঞান।

অহেতুক বাদ—জীবের পূর্ব্ব হেতুতে নাস্তিজ্ঞান।

অক্রিয়াবাদ—কুশলাকুশল কর্ম্ম ও তাহার কৃতাকৃতে নাস্তিজ্ঞান এই ত্রিবিধ ভ্রান্ত ধারণাই জীবের কর্ম্ম ও কর্ম্মফলে বিশ্বাসজ্ঞান বিদূরিত করিয়া দেয় উক্ত ত্রিবিধ দৃষ্টি (ভ্রান্তধারণা) যাহারা হৃদয়ে পোষণ করে, তাহারা মৃত্যুর পর নিশ্চয়ই নিরয়ে গমন করে; যতদিন তাহাদের এই ধারণা বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন তাহারা নিরয় মুক্ত হইতে পারিবে না কর্ম্ম ও কর্ম্মফলে যাঁহারা বিশ্বাসশীল তাঁহারা এই ত্রিবিধ দৃষ্টির কবল হইতে মুক্ত। বাষট্টি প্রকারের মিথ্যা দৃষ্টিগ্রস্ত ব্যক্তিরা কেবল নিরয়ে ও মনুষ্যলোকেই প্রতিসন্ধি গ্রহণ করে না বটে, কিন্তু যাবৎ তাহারা উক্ত মিথ্যাদৃষ্টি পরিত্যাগ করিতে না পারে তাবৎ তাহারা সংসার হইতে মুক্তি

লাভ করিতে পারে না। ,রাষট্টি প্রকার সৎকায়দৃষ্টি যথা;— শাশ্বত দৃষ্টি ৪৪ প্রকার ও উচ্ছেদদৃষ্টি ১৮ প্রকার। প্রতীত্য-সমুৎপাদ ধর্ম্মে যথাভূত জ্ঞানলাভ করিতে পারিলেই ইহার হাত হইতে মুক্ত হওয়া যায়, নচেৎ নহে। বিংশতি প্রকারের সৎকায়দৃষ্টি প্রত্যেক্ পৃথগ্ জনের নিকট বিদ্যমান রহিয়াছে। এই বিংশতি প্রকার সৎকায় দৃষ্টি যথা;—রূপস্কন্ধে অহং মমত্বাদি জ্ঞান চারিটী, বেদনাস্কন্ধে চারিটী, সংজ্ঞাস্কন্ধে চারিটী, সংস্কারস্কন্ধে চারিটী ও বিজ্ঞানস্কন্ধে চারিটী; সুতরাং মোট বিংশতি প্রকার হইল। এবিষয়ে ভগবান সম্যক্ সম্বুদ্ধ উপদেশ দিয়া বলিয়া-ছেন;—(১) "রূপং অত্ততো সমনুপস্সতি" (২) "রূপবন্তং বা অত্তানং" (৩) "অত্তনি বা রূপং" (৪) রূপস্মিং বা অত্তানং"। (১) "বেদনং অত্ততো সমনুপস্সতি" (২) "বেদনাবন্তং বা অত্তানং" (৩) "অত্তনি বা বেদনং" (৪) "বেদনায় বা অত্তানং"। (১) সঞ্ঞং অত্ততো সমনুপস্সতি"(২)"সঞ্ঞাবন্তং বা অত্তানং" (৩)"অত্তনি বা সঞ্ঞং"(৪)"সঞ্ঞায় বা অত্তানং"। (১)"সঙ্খারে অত্ততো সমনুপস্সতি" (২) সঙ্খারবন্তং বা অত্তানং" (৩) "অত্তনি বা সঙ্খারে"(৪)"সঙ্খারেসু বা অত্তানং"। (১)"বিঞ্ঞাণং অত্ততো সমনুপস্সতি" (২) "বিঞ্ঞাণবন্তং বা অত্তানং" (৩) "অত্তনি বা বিঞ্ঞাণং" (৪ "বিঞ্ঞাণস্মিং বা অত্তানং"[ধম্মসঙ্গনী]

(১) রূপকে আত্মভাবে সন্দর্শন করা (২) আত্মাকে রূপ-ভাবে সন্দর্শন করা (৩) আত্মাতে রূপ সন্দর্শন করা (৪) রূপে আত্মা সন্দর্শন করা। (১) বেদনাকে আত্মভাবে সন্দর্শন করা (২) আত্মাকে বেদনাভাবে সন্দর্শন করা (৩) আত্মাতে বেদনা সন্দর্শন করা (৪ বেদনাতে আত্মা সন্দর্শন করা। (১) সংজ্ঞাকে আত্ম-

ভাবে সন্দর্শন করা (২) আত্মাকে সংজ্ঞাভাবে সন্দর্শন করা (৩) আত্মাতে সংজ্ঞা সন্দর্শন করা (৪) সংজ্ঞাতে আত্ম সন্দর্শন কর (১) সংস্কারকে আত্মভাবে সন্দর্শন করা (২) আত্মাকে সংস্কারভাবে সন্দর্শন কর (৩) আত্মাতে সংস্কার সন্দর্শন করা (৪) সংস্কারে আত্ম সন্দর্শন করা। • (১) বিজ্ঞানকে আত্মভাবে সন্দর্শন করা (২) আত্মাকে বিজ্ঞানভাবে সন্দর্শন করা (৩) আত্মাতে বিজ্ঞান সন্দর্শন করা (৪) বিজ্ঞানে আত্মা সন্দর্শন করা

ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ চতুর্মহাভূতরূপ। চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় ও হৃদয় এই ছয়টী বস্তুরূপ রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ এই পাঁচটী গোচররূপ। স্ত্রীভাব, পুংভাব, এই দুইটী ভাবরূপ। জীবনীশক্তিরূপ জীবিতেন্দ্রিয়, জীবিতরূপ একটী। ওজভূত আহাররূপ একটী। আকাশভূত পরিচ্ছেদরূপ একটী। শরীর সঞ্চালনরূপ কায় বিজ্ঞপ্তিরূপ একটী বাক্যস্ফূর্ত্তিরূপ বাক্য-বিজ্ঞপ্তিরূপ একটী লঘুতা রূপ একটী, মৃদুতারূপ একটী কর্ম্মজ্ঞতা-রূপ একটী (এই তিনটীকে বিকাররূপ বলা হয়) রূপের উপচয়, রূপের সংস্থিতি, (সন্ততি) রূপের জড়তা ও রূপের অনিত্যতা এই চারিটীকে লক্ষণরূপ বলা হয়। সুতরাং রূপ অষ্টবিংশতি প্রকার হইল।

অনন্ত কল্প হইতে অসংখ্য চক্রবালের অনন্ত জীব (সত্ত) চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারকা এবং অকনিষ্ঠ ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সকলেরই নিকট এই অষ্টবিংশতি প্রকার রূপ বিদ্যমান আছে। রূপস্কন্ধে,—এক একটীরূপে চতুর্ব্বিধ সংকায় দৃষ্টি বশে চতুর্ব্বিংশতি প্রকাররূপে ১১২টী সংকায় দৃষ্টি হইল। বেদনাস্কন্ধেও চক্ষু-সংস্পর্শজ বেদনা, শ্রোত্রসংস্পর্শজ বেদনা, ঘ্রাণসংস্পর্শজ বেদনা,

জিহ্বাসংস্পর্শজ বেদনা, কায়সংস্পর্শজ বেদনা ও মনসংস্পর্শজ বেদনা বশে বেদনা ষড়বিধ। এই ষড়বিধ বেদনাকে সুখ, দুঃখ ও উপেক্ষা-বেদনাবশে তিন দিয়া গুণ করিলে বেদনা অষ্টাদশ প্রকার হয়। উক্ত অষ্টাদশ প্রকার বেদনাকে প্রত্যেক বেদনায় চারিটী করিয়া সৎকায় দৃষ্টিবশে চারিদিয়া গুণ করিলে বেদনাস্কন্ধে ৭২ প্রকার সৎকায় দৃষ্টি হইল। সংজ্ঞাস্কন্ধে ও রূপসংজ্ঞা, শব্দসংজ্ঞা, গন্ধসংজ্ঞা, রসসংজ্ঞা, স্পর্শসংজ্ঞা ও ধর্ম্মসংজ্ঞাবশে সংজ্ঞা ষড়বিধ। প্রতি সংজ্ঞায় চারিটী করিয়া সৎকায় দৃষ্টিবশে চারি দিয়া গুণ করিলে সংজ্ঞাস্কন্ধে সৎকায় দৃষ্টি চতুর্ব্বিংশতি প্রকার হইল। সংস্কার স্কন্ধেও—অভিধর্ম্ম নিয়মবশে সংস্কারস্কন্ধ ৫০ প্রকার তন্মধ্যে কেবল চেতনা একটাকে প্রধান করিয়া ধরিলেও, রূপ-সঞ্চেতনা, শব্দ-সঞ্চেতনা, গন্ধ-সঞ্চেতনা, রস-সঞ্চেতনা, স্পর্শ-সঞ্চেতনা ও ধর্ম্ম-সঞ্চেতনা প্রভৃতি আরম্মন বশে সংস্কার ষড়বিধ। প্রত্যেক সংস্কারস্কন্ধে চারিটী করিয়া সৎকায় দৃষ্টিবশে চারি দিয়া গুণ করিলে সংস্কারস্কন্ধে সৎকায় দৃষ্টি চতুর্ব্বিংশতি প্রকার হইল। বিজ্ঞানস্কন্ধেও—চক্ষুর্ব্বিজ্ঞান, শ্রোতবিজ্ঞান, ঘ্রাণ-বিজ্ঞান, জিহ্বাবিজ্ঞান, কায়বিজ্ঞান ও মন-বিজ্ঞানবশে দ্বারের প্রকারভেদে বিজ্ঞান ষড়বিধ। প্রত্যেক বিজ্ঞান স্কন্ধে চারিটী করিয়া সৎকায় দৃষ্টিবশে চারি দিয়া গুণ করিলে সংস্কার স্কন্ধে সৎকায় দৃষ্টি চতুর্ব্বিংশতি প্রকার হইল। এইরূপে সৎকায় দৃষ্টি গণনা করিয়া দেখিলে—রূপস্কন্ধে সৎকায় দৃষ্টি ১১২ বেদনাস্কন্ধে ৭২ সংজ্ঞাস্কন্ধে ২৪ সংস্কার স্কন্ধে ২৪ ও বিজ্ঞান স্কন্ধে ২৪ সুতরাং সর্ব্বসমেত সৎকায় দৃষ্টি ২৫৬ প্রকার হইল। এই ২৫৬ প্রকারের সৎকায় দৃষ্টি দেব, মনুষ্য, ব্রহ্ম প্রভৃতি পৃথক্জন মাত্রেরই নিকট বিদ্যমান আছে।

অসুরকায়, প্রেত ভুবন, তির্য্যগ ভুবন নিরয় এবং বাষট্টি প্রকারের মিথ্যা দৃষ্টি, ত্রিবিধ নিয়ত মিথ্যা দৃষ্টি ও দশবিধ দুশ্চরিত্র প্রভৃতি সমস্তই এই সৎকায় দৃষ্টি প্রসূত।

উপরোক্ত ২৫৬ প্রকারের সৎকায় দৃষ্টি যুক্ত পৃথগ্জন সত্ত্বগণ মনুষ্যলোকে গৃহপতি, প্রদেশরাজ, এমন কি চক্রবর্ত্তী রাজা মান্ধাতার ন্যায় সুখ সম্পদশালী হইলেও ২৫৬ প্রকার সৎকায় দৃষ্টি রূপ নরকাগ্নি তাহাদের অভ্যন্তরে প্রদীপ্ত থাকে। আজ মৃত্যু হইলে কাল হয়ত অবীচি নরকে পতিত হইতে পারে দেবলোকে ইন্দ্ররাজ হইলেও তাহার অভ্যন্তরে সৎকায় দৃষ্টিরূপ নরকাগ্নি প্রদীপ্ত থাকে এবং শুদ্ধাবাস ভুবন ব্যতীত রূপ, অরূপ, ব্রহ্ম ভুবনে ব্রহ্ম রাজ হইলেও সৎকায় দৃষ্টির গণ্ডী হইতে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ নহেন এবং তাঁহাদেরও অন্ত চ্যুতি ঘটিলে হয়ত কল্য অবীচি নিরয়ে ও পতিত হইতে পারেন নিম্নে এ বিষয় আরও প্রকট করিয়া বলা হইতেছে ;—প্রথমতঃ রূপস্কন্ধে ১১২ প্রকার সৎকায় দৃষ্টির মধ্যে ক্ষিতি ধাতুতে চারিটী, অপ্ ধাতুতে চারিটী, তেজ ধাতুতে চারিটী, মরুৎ ধাতুতে চারিটী, চক্ষুতে চারিটী শ্রোতে চারিটী, এশে প্রত্যেক রূপে চারিটী চারিটী করিয়া অষ্টবিংশতি প্রকার রূপে সমস্ত বিভাগ করিয়া দেখিতে হইবে। ক্ষিতি ধাতুতে চতুর্ব্বিধ সৎকায় দৃষ্টি রূপ নরকাগ্নিকেই প্রথমতঃ প্রদর্শিত হইতেছে,— ক্ষিতি বলিতে পরমার্থতঃ পৃথিবী বুঝায়, নিজ নিজ শরীরের কঠিনত্ব ও কোমলত্ব প্রভৃতি সহজেই প্রতীয়মান হয়, শরীরের যে যে অংশ কঠিনত্ব বা কোমলত্ব প্রতিপাদন করে, তাহা পরমার্থতঃ ক্ষিতি বা পৃথিবী। ক্ষিতিধাতু জীব মাত্রেরই সমস্ত শরীর ব্যাপিয়া আছে, এবং উক্ত ক্ষিতি ধাতুতেই কথা কথন অহং মমত্বাদি জ্ঞান

আসিয়া উপস্থিত হয়; কখন কখন আমাতে কঠিনত্ব কোমলত্ব আছে, এইরূপ ক্ষিতি ধাতুতে অহং মমত্বাদি জ্ঞান আসে, কখন কখন ক্ষিতি ধাতুর স্থিতিতে অহং মমত্বাদি জ্ঞান আসে, কখন কখন বা ক্ষিতি ধাতুতে আমি স্থিত আছি বলিয়া অহং মমত্বাদি জ্ঞানের উদয় হয়। এই চতুর্ব্বিধ অহং মমত্বাদি জ্ঞানের মধ্যে যখন কঠিনত্বে বা কোমলত্বে অহং মমত্বাদি জ্ঞান উপস্থিত হয় তখনই ক্ষিতি ধাতুতে "রূপং অত্ততো সমনুপস্সতি" (রূপকে আত্মভাবে সন্দর্শন করা) রূপ সৎকায়দৃষ্ট্যাগ্নি জীব হৃদয়ে প্রদীপ্ত হইয়া উঠে যখন আমাতে কঠিনত্ব কোমলত্ব বিদ্যমান আছে, এইরূপ জ্ঞান হয়, তখনই ক্ষিতি ধাতুতে "রূপবন্তং বা অত্তানং সমনুপস্সতি" (আত্মাকে রূপভাবে সন্দর্শন করা) রূপ সৎকায়দৃষ্ট্যাগ্নি জীব হৃদয়ে প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। যখন আমি কঠিনত্ব কোমলত্বকে নিশ্রয় করিয়া আছি বলিয়া জ্ঞান হয়, তখনই ক্ষিতি ধাতুতে "অত্তনি বা রূপং সমনুপস্সতি" (আত্মাতে রূপ সন্দর্শন করা) রূপ সৎকায়দৃষ্ট্যাগ্নি জীব হৃদয়ে প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। আর যখন আমি কঠিনত্ব কোমলত্বকে নিশ্রয় করিয়া আছি বলিয়া জ্ঞান হয়, তখনই ক্ষিতি ধাতুতে "রূপস্মিং বা অত্তানং সমনুপস্সতি" (রূপে আত্মা সন্দর্শন করা) রূপ সৎকায় দৃষ্ট্যাগ্নি জীব হৃদয়ে প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। অহং মমত্ব জ্ঞানে প্রথম পদে কঠিনত্ব কোমলত্বেই অহং ভাব জাগিয়া উঠে; আমিত্বের সহিত কঠিনত্ব ও কোমলত্বকে একটি করিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। অপর তিনটিতে আমিও কঠিনত্ব কোমলত্বকে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া গ্রহণ করিতে হয় যথা;— আমার শীল আছে, আমাতে শীল আছে, শীলে আমি স্থিত আছি। আমার ধন আছে, আমাতে ধন আছে,

ধনে আমি স্থিত আছি, ইত্যাদি এই ত্রিবিধ বাক্যের ন্যায়। "আমিই ধন সম্পত্তি" এই প্রথম বাক্যে ধনাপেক্ষা আমিত্বের ভাবটাই প্রবল, অপর দুইটি বাক্যে বাহ্য বস্তুতেই সৎকায় দৃষ্টি গৃহীতব্য। শীল উপমাতে সবটাই সৎকায়দৃষ্টি। আমি প্রাণী হত্যা হইতে বিরত বলিয়া বলিতে গেলে আমিও শীল একটাতেই সৎকায় দৃষ্টি গৃহীত হয় আমি শীলবান, আমাতে শীল আছে, শীলে আমি আছি, বলিলে, আমিও শীলকে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া গ্রহণ করা হয়।

জীব শরীরে কেশ, লোম, নখ, দন্ত ইত্যাদি বিংশতি প্রকার ক্ষিতির অংশে, কেশই আমি, ত্বকই আমি, মাংসই আমি, অস্থিই আমি, ইত্যাদি রূপ আমিত্ব জ্ঞান প্রথম সৎকায়দৃষ্টি। অন্যের ন্যায় আমারও কেশ লোমাদি আছে, ইত্যাদি রূপ আমিত্ব জ্ঞান দ্বিতীয় সৎকায়দৃষ্টি আমাতে কেশ লোমাদি স্থিত আছে, ইত্যাদি রূপ আমিত্ব জ্ঞান তৃতীয় সৎকায় দৃষ্টি অস্থিতে আমি স্থিত আছি, মাংসেতে আমি স্থিত আছি, ইত্যাদি রূপ আমিত্ব জ্ঞান, চতুর্থ সৎকায় দৃষ্টি নিজ নিজ শরীর সম্বন্ধে আমিত্ব জ্ঞান এই চতুর্ব্বিধাপেক্ষা অধিক হইতে পারে না, ফলতঃ জীবগণ কঠিনত্ব-কোমলত্ব-রূপ ক্ষিতি ধাতুকেই "আমি" বলিয়া জ্ঞান করে এবং তাহাতে সৎকায় দৃষ্টি গ্রহণ করিয়া "অহং" "মম" ইত্যাদি ভাবাপন্ন হয় পর পর ধর্ম্ম সমূহে ও প্রথম বাক্য কথিত হইতেছে;— আবন্ধন লক্ষণকেই আমি জ্ঞান করিলে অপ্ ধাতুতে সৎকায় দৃষ্টি গ্রহণ করা হয়; যেহেতু অপের স্বভাব পরস্পর পরস্পরে আবদ্ধ করা। আমি উষ্ণ হইয়াছি, আমার ঠাণ্ডা বোধ হইতেছে, ইত্যাদি রূপ বলার সময় তেজ ধাতুতে সৎকায় দৃষ্টি গ্রহণ করা হয়। আমি

কম্পিত হইতেছি, ইত্যাদি রূপ বলার সময় মরুৎ ধাতুতে সৎকায় দৃষ্টি গ্রহণ করা হয়। আমি দেখিতেছি বলিয়া বলার সময় চক্ষুতে, আমি শুনিতেছি বলিয়া বলার সময় শ্রোত্রে, আমি আঘ্রাণ করিতেছি বলিয়া বলার সময় ঘ্রাণে, তিক্ত মধুর প্রভৃতি আমি আস্বাদন করিতেছি বলিয়া বলিবার সময় জিহ্বাতে, ও শরীরে কোন বস্তুর সংস্পর্শ আমি অনুভব করিতেছি বলিয়া বলার সময় কায়ে, সৎকায় দৃষ্টি গ্রহণ করা হয়। রূপকে আমি বলিয়া বলিবার সময় রূপে, শব্দকে আমি বলিয়া বলিবার সময় শব্দে সৎকায় দৃষ্টি গ্রহণ করা হয়। গন্ধ প্রভৃতিতেও উক্ত রূপ নিয়মই গ্রহণ করিতে হইবে। স্পর্শে ক্ষিতি, তেজ ও মরুৎ এই তিনটির সমবায় রূপে গ্রহণ করিতে হইবে। নিজকে, আমি পুরুষ বলিয়া বলার সময় পুংভাব রূপে সৎকায় দৃষ্টি গ্রহণ করা হয়। আমি স্ত্রী বলিয়া বলিবার সময় স্ত্রীভাবরূপে সৎকায় দৃষ্টি গ্রহণ করা হয়। অবশিষ্টরূপে ও উক্ত নিয়ম বশে ধরিয়া লইতে হইবে। আমি জীর্ণ শীর্ণ হইয়াছি, আমাকে জীর্ণ শীর্ণ হইতে হইবে, আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, আমাকে বৃদ্ধ হইতে হইবে, ইত্যাদি রূপ বলিবার সময় জরতা (জরা) রূপে সৎকায় দৃষ্টি গ্রহণ করা হয়। আমি মরণাপন্ন হইয়াছি, আমাকে মরিতেই হইবে, ইত্যাদিরূপ বলিবার সময় অনিত্যতারূপে সৎকায় দৃষ্টি গ্রহণ করা হয়। এইরূপে অশিষ্টভূত জরা-রূপ মরণ রূপে ও সৎকায় দৃষ্টিরূপ নরকাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে, সুতরাং অন্যান্য রূপ সম্বন্ধে আর কা কথা। কেবল নিজ শরীরেই যে সৎকায় দৃষ্টি উৎপন্ন হয় এমন নহে, পুদ্‌গল, সত্ত্ব, স্ত্রী, পুরুষ বলিয়া জ্ঞান এবং অমুক ব্যক্তি দেখিয়াছে, অমুক ব্যক্তি শুনিয়াছে, ইত্যাদি রূপ বলিবার সময় ও পরের অষ্টবিংশতি প্রকাররূপ-সংবদ্ধ-সৎকায় দৃষ্টি বই

আর কিছুই নহে কঠিনত্ব কোমলত্ব, উষ্ণত্ব, শীতলত্ব প্রভৃতির দ্বারা এক একটি করিয়া বিভক্ত না করিয়া সমস্ত শরীরটাকে একটি করিয়াই 'অহং' 'অহং' রূপ জ্ঞান সৎকায় দৃষ্টি এবং পুদ্গল, সত্ত, ইত্যাদি দৃষ্টিরাশি ও সৎকায় দৃষ্টি মাত্র।

রূপ স্কন্ধে সৎকায় দৃষ্টিরূপ নরকাগ্নি প্রদীপ্ত হওন প্রণালী প্রদর্শিত হইল, সম্প্রতি বেদনাস্কন্ধে প্রদর্শিত হইতেছে,—বেদনা স্কন্ধে ১২ প্রকারের সৎকায় দৃষ্টির মধ্যে চক্ষুসংস্পর্শজ-বেদনা তিনটিতে সৎকায় দৃষ্টিরূপ নরকাগ্নি প্রদীপ্ত হওন প্রণালীই প্রথমতঃ উক্ত হইতেছে ;—চক্ষু দ্বারা তৎতৎ বস্তু দর্শন করতঃ চিত্তে প্রীতি লাভ করিয়া ইহা দেখিতে বড়ই সুন্দর বড়ই মনোরম! ইত্যাদি রূপ বলার সময়-চক্ষুসংস্পর্শজ-সুখ বেদনা-সম্ভূত সৎকায় দৃষ্টি উৎপন্ন হয়।

তৎ তৎ বস্তু দর্শন করিয়া যখন চক্ষের অপ্রীতির সঞ্চার হয়—চক্ষের পীড়াদায়ক হয়, তখন "ইহা দেখিতে কুৎসিৎ ও অতীব চক্ষুপীড়া দায়ক! ইত্যাদি রূপ বলার সময় চক্ষুসংস্পর্শজ-দুঃখ বেদনা-সম্ভূত সৎকায় দৃষ্টি উৎপন্ন হয়। আর যখন তৎ তৎ বস্তু দর্শন করতঃ সুন্দর, কুৎসিৎ, ভাল, মন্দ, আরামপ্রদ, পীড়াদায়ক, ইত্যাদি কিছুই ন বলিয়া শুধু "আমি তাহা দেখিয়াছি' ইত্যাদি রূপ বলার সময় চক্ষুসংস্পর্শজ-উপেক্ষাবেদনা সম্ভূত সৎকায়দৃষ্টি উৎপন্ন হয়। তদ্রূপ তৎ তৎ শব্দ শ্রবণে তৎ তৎ বস্তু আঘ্রাণে, অম্ল, কটু তিক্ত, মধুর প্রভৃতি বস্তুর আস্বাদনে, তৎ তৎ বস্তুর সংস্পর্শে এবং তৎ তৎ বিষয়ের চিন্তনে ;—"ভাল" "মন্দ" অথবা এতদুভয়ের "মাঝামাঝি" এই ত্রিবিধ ভাবে প্রত্যেক বিষয়েই ত্রিবিধ দৃষ্টি (ভ্রান্তধারণা)

গৃহীত হয়। "আমি সুখে আছি," "আমার সুখ বোধ হইতেছে," "আমি উত্তম বস্তুর আস্বাদনে তৃপ্তিলাভ করিতেছি", ইত্যাদি রূপ ভাব চিত্তে উদিত হইলে সুখবেদনা-সম্ভূত সৎকায় দৃষ্টি উৎপন্ন হয়। "আমার সুখ বোধ হইতেছে না," "আমার চিত্ত বিকার ঘটিয়াছে," "আমার কষ্ট বোধ হইতেছে," ইত্যাদিরূপ ভাব চিত্তে উৎপন্ন হইলে দুঃখবেদনা-সম্ভূত সৎকায় দৃষ্টি উৎপন্ন হয়।

সংজ্ঞাস্কন্ধে ২৪টী সৎকায় দৃষ্টির মধ্যে রূপ সংজ্ঞাতে সৎকায় দৃষ্টিরূপ নরকাগ্নি প্রদীপ্ত হওন প্রণালী উক্ত হইতেছে;—মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইবার পর ইনি আমার মাতা, ইনি আমার পিতা, ইনি জ্ঞাতি, ইনি মিত্র, অমুক আমার বন্ধু, অমুক আমার বান্ধব, ইহা পূর্ব্বদিক, ইহা পশ্চিমদিক, ইহা উত্তরদিক, ইহা দক্ষিণ দিক, ইত্যাদিরূপ জ্ঞানকে সংজ্ঞাস্কন্ধ কহে। তৎ তৎ বস্তু দর্শন করতঃ অমুক বস্তু আমি চিনি, অমুক ব্যক্তিকে আমি জানি, ইত্যাদিরূপ চিত্তোৎপন্ন হইলে, রূপসংজ্ঞা-উৎপন্ন সৎকায়দৃষ্টি গৃহীত হয়। অবশিষ্ট পঞ্চারম্মনেও উক্ত নিয়ম জানিবে।

সংস্কার স্কন্ধে ২৪টী সৎকায় দৃষ্টির মধ্যে প্রথমতঃ রূপসঞ্চেতনায় সৎকায় দৃষ্টিরূপ নরকাগ্নি প্রদীপ্ত হওন প্রণালী উক্ত হইতেছে,—ব্যক্তি বিশেষ কিম্বা বস্তু বিশেষকে অথবা কর্ম্ম বিশেষকে চক্ষুদ্বারা দর্শন করিয়া কায়িক, বাচনিক ও মানসিক এই ত্রিবিধ অঙ্গে যখন আমি গমন করিতেছি, আমি আসিতেছি, আমি কার্য্য করিতেছি, আমার আলস্য বোধ হইতেছে, ইত্যাদি ধারণা জন্মে, তখন রূপসঞ্চেতনা-সম্ভূত সৎকায় দৃষ্টি গৃহীত হয়। অবশিষ্ট পঞ্চারম্মনেও উক্ত নিয়ম জানিবে। চেতনা ব্যতীত সংস্কার স্কন্ধ-

ধর্ম্মেও,—আমি চিন্তা করিতেছি, পুনঃ পুনঃ এক বিষয়েরই আমি চিন্তা করিতেছি, ইত্যাদি রূপ জ্ঞান বিতর্ক বিচার সম্ভূত-সংকায়দৃষ্টি। তৎ তৎ কার্য্যে আমি ব্যায়াম করিতেছি, ইত্যাদিরূপ জ্ঞান, বীর্য্য-সম্ভূত সংকায় দৃষ্টি আমি আনন্দ অনুভব করি, ইত্যাদিরূপ জ্ঞান, প্রীতি-সম্ভূত সংকায় দৃষ্টি সেই বস্তু আমি পাইতে ইচ্ছা করি, তাহা আমি পাইয়াছি, এই কার্য্য আমার করিতে ইচ্ছা হয়, আমার গমন করিতে ইচ্ছা হয়, আমার বলিতে ইচ্ছা হয়, আমার দেখিতে ইচ্ছা হয়, ইত্যাদি রূপ জ্ঞান ছন্দ বা অভিলাষ-সম্ভূত সংকায় দৃষ্টি ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কোন বিষয়ে অমুক ধর্ম্ম আমি বুঝিতে পারি না, অমুক গাথা বা অমুক পদ আমার বোধগম্য হয় না, ইত্যাদিরূপ জ্ঞান মোহ-সম্ভূত সংকায়-দৃষ্টি। পাপকার্য্যে আমি লজ্জা বোধও করি না, আমি ভয়ও করি না, ইত্যাদিরূপ জ্ঞান অহ্রীক-অনোত্তপ্য-সম্ভূত সংকায় দৃষ্টি। স্ত্রী, পুত্র, ধন, জন ও পরিবার বর্গের মধ্যে অমুক বস্তু আমার পাইতে ইচ্ছা হয়, আমি অমুক বস্তুর সম্ভোগ কামনা করি, অমুককে আমি ভালবাসি, স্নেহ করি আদর করি, যত্ন করি ইত্যাদিরূপ জ্ঞান লোভ-সম্ভূত সংকায় দৃষ্টি আমার রাগ ধরিয়াছে, আমার চিত্তবিকৃতি (ধৈর্য্যচ্যুতি) ঘটিয়াছে, আমার বিরক্তি জন্মিয়াছে, ইত্যাদি রূপ জ্ঞান দ্বেষ বা ক্রোধ সম্ভূত সংকায় দৃষ্টি। আমি নীচতা স্বীকার করিতে পারি না, আমি হীনতা স্বীকার করিতে পারি না, ইত্যাদি রূপ জ্ঞান মান-সম্ভূত সংকায় দৃষ্টি আমার বিমতি ঘটিয়াছে, ইত্যাদিরূপ জ্ঞান মিথ্যা দৃষ্টি সম্ভূত-সংকায় দৃষ্টি আমার ঈর্ষ্যা জন্মে, আমার মাৎসর্য্য ভাব আসে ইত্যাদি রূপ জ্ঞান ঈর্ষ্যা-মাৎসর্য্য-সম্ভূত সংকায় দৃষ্টি। আমার

পূর্ব্বকৃত পাপ ও দুস্কৃত কার্য্যের জন্য আমার অনুতাপ জন্মে, আমি তজ্জন্য অনুশোচনা করি, আমি স্বস্তি-শান্তি বোধ করিতে পারি না, ইত্যাদি রূপ জ্ঞান, কৌকৃত্য-সম্ভূত সৎকায় দৃষ্টি। ধর্ম্ম বিষয়ে আমার জড়তা জন্মে, আমার আলস্য বোধ হয়, ইত্যাদি রূপ জ্ঞান, স্ত্যান-মিদ্ধ-সম্ভূত সৎকায় দৃষ্টি। ত্রিরত্নের গুণে আমি বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিনা, তাহাতে আমার সন্দেহ আছে, অথবা তাহাতে আমি সন্দিহান—তাহাতে আমার মত দ্বৈধ আছে,' ইত্যাদিরূপ জ্ঞান বিচিৎসা (সন্দেহ) সম্ভূত-সৎকায় দৃষ্টি। বুদ্ধাদি রত্নত্রয়ের গুণে আমি বিশ্বাস করি, তাহাতে আমার বিশ্বাস আছে, বুদ্ধাদি রত্নত্রয়ের গুণে আমার অন্তরে শ্রদ্ধার সঞ্চার হয়,' ইত্যাদি রূপ জ্ঞান শ্রদ্ধা-সম্ভূত সৎকায় দৃষ্টি। সৎ বিষয় আমি ভুলিতে পারি না, সৎকথা সর্ব্বদাই আমার মনে থাকে, ইত্যাদিরূপ জ্ঞান, স্মৃতি-সম্ভূত সৎকায় দৃষ্টি। পাপকার্য্যে আমার লজ্জা বোধ হয়, তাহাতে আমার ভীতি জন্মে, ইত্যাদিরূপ ধারণা হ্রী-ঔত্তপ্য-সম্ভূত সৎকায় দৃষ্টি।

আমি উপোসথ শীল পালন করি, প্রাণী হত্যা হইতে আমি প্রতিবিরত, ইত্যাদিরূপ ধারণা শীল-কুশল-সম্ভূত সৎকায় দৃষ্টি। আমি অদত্তাদান বা চুরি হইতে প্রতিবিরত, ইত্যাদি প্রত্যেক শীলেই উক্ত নিয়ম জানিবে।

বিজ্ঞান স্কন্ধে ২৪টী সৎকায় দৃষ্টির মধ্যে,—অমুক ব্যক্তিকে বা অমুক বস্তুটী আমি দেখিতেছি, ইহা আমার নয়নপথে পতিত হইয়াছে, ইহা আমার দর্শন ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হইয়াছে, ইত্যাদিরূপ ধারণা চক্ষুর্ব্বিজ্ঞান-সম্ভূত সৎকায়দৃষ্টি। আমি শুনিতেছি, আমার শ্রবণেন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হইয়াছে, ইত্যাদিরূপ

ধারণা শ্রোত্রবিজ্ঞান সম্ভূত-সৎকায় দৃষ্টি। আমি আঘ্রাণ করিতেছি, আমার ঘ্রাণবোধ হইতেছে, ইত্যাদিরূপ ধারণা ঘ্রাণবিজ্ঞান-সম্ভূত সৎকায় দৃষ্টি। অম্ল মধুর প্রভৃতি রস আমি আস্বাদন করিতেছি, ইত্যাদিরূপ ধারণা জিহ্বাবিজ্ঞান-সম্ভূত সৎকায়দৃষ্টি। শীতল, উষ্ণ, কঠিন, কোমল প্রভৃতি বস্তুর সংস্পর্শ আমি অনুভব করি ইত্যাদি রূপ ধারণা কায়বিজ্ঞান-সম্ভূত সৎকায়দৃষ্টি। আমি চিন্তা করিতেছি, আমি অনুধাবন করিতেছি, ইত্যাদিরূপ ধারণা মনবিজ্ঞান-সম্ভূত সৎকায় দৃষ্টি।

পঞ্চস্কন্ধকে আমরা পৃথক্ পৃথক্ করিয়া প্রত্যেকটীতে সৎকায় দৃষ্টি গ্রহণের নিয়ম প্রদর্শন করিয়াছি; সম্প্রতি আমরা পঞ্চস্কন্ধের সমবায়ে সৎকায় দৃষ্টি উৎপন্নের নিয়ম প্রদর্শন করিব। পঞ্চস্কন্ধ সমষ্টির সংজ্ঞায় আমি গমন করিতেছি, আমি আসিতেছি, আমি করিতেছি, আমি বলিতেছি, ইত্যাদিরূপ ধারণা, পঞ্চস্কন্ধের সমষ্টিসম্ভূত-সৎকায় দৃষ্টি। সত্য সত্যই ব্যক্তি আছে, সত্ত্ব আছে, মানব আছে, দেবতা আছে, স্ত্রী আছে, পুরুষ আছে, আমি আছি, পর আছে, ইত্যাদিরূপ ধারণার বশবর্ত্তী পৃথক্জন সত্ত্বগণ, "আমি" "আমার শরীর", ইত্যাদি বাক্য জগতীস্থ যাবতীয় জীবগণই বলিয়া থাকে; শুধু মুখে বলা নহে তাহাদের চিত্তেও "অহং" "মমত্বাদি" জ্ঞান থাকে। সৎকায় দৃষ্টি-বিরহিত আর্য্য পুদ্গলগণ লৌকিক ব্যবহার বশে "অহং" "মম" ইত্যাদি বলিয়া থাকেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের চিত্তে "অহং" "মম" ইত্যাদি ধারণা থাকে না।

ত্রিলোক গুরু ভগবান সম্যক্ সম্বুদ্ধ শ্রাবস্তী নগরের জেতবন-মহাবিহারে অবস্থান কালীন নামগোত্রে অপরিচিত জনৈক দেবতা স্বকীয় দেহ প্রভায় জেতবন আলোকিত করতঃ, রাত্রির মধ্যযামে

ভগবান বুদ্ধের নিকট যাইয়া, ভগবানকে অভিবাদনান্তর বলিলেন ;—

"যো হোতি ভিক্‌খু অরহং কতাবী খীণাসবো অন্তিম দেহধারী,
অহং বদামীতি পি সো বদেয্য মমং বদন্তীতিপি সো বদেয্য।"

যিনি সমস্তকৃত্য শেষ করিয়া অর্হত্ব লাভ করতঃ, ক্ষীণাশ্রব ও অন্তীম দেহধারী হইয়াছেন, তাঁহারাও "আমি বলিতেছি", 'সে বলিতেছে', ইত্যাদিরূপ বাক্য বলিয়া থাকেন।

ভগবান বুদ্ধ বলিলেন ;—

"যো হোতি ভিক্‌খু অরহং কতাবী খীণাসবো অন্তিম দেহধারী,
অহং বদামীতি পি সো বদেয্য মমং বদন্তীতিপি সো বদেয্য,
লোকে সমঞ্‌ঞং কুসলোবিদিত্বা, বোহার মত্তেন সো
বোহারেয্যাতি।"

যিনি কৃত-কৃত্য হইয়া অর্হত্ব লাভ করতঃ, ক্ষীণাশ্রব ও অন্তীম দেহধারী হইয়াছেন, তিনি অহং মমত্বাদি ভাবের অসারত্ব সমস্ত বুঝিয়াও কেবল লৌকিক ব্যবহার বশেই 'আমি বলিতেছি', সে বলিতেছে', ইত্যাদিরূপ বাক্য ব্যবহার করিয়া থাকেন।

পুনঃ দেবতা বলিলেন ;—

"যো হোতি ভিক্‌খু অরহং কতাবী খীণাসবে অন্তিম দেহধারী,
মানং নুখো তং উপগম্ম ভিক্‌খু, অহং বদামীতি পি সো বদেয্য
মমং বদন্তীতিপি সো বদেয্যাতি।"

যিনি সমস্ত কৃত্য শেষ করিয়া অর্হত্ব লাভ করতঃ ক্ষীণাশ্রব ও অন্তীম দেহধারী হইয়াছেন, তিনি কি মানববশেই 'আমি বলিতেছি', 'সে বলিতেছে', ইত্যাদি বাক্য বলিয়া থাকেন না ?